পরিমার্জিত ডিপিএড

(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি)

মডিউল ২

শিক্ষার্থী উন্নয়ন

উপমডিউল ২

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

তথ্যপুস্তিকা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

লেখক

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তুষার কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নাহিদ পারভীন, এসইডি, স্পেশালিস্ট, ব্রাক আইডি

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক

মোঃ দুলাল মিয়া
শিক্ষা অফিসার, প্রশিক্ষণ বিভাগ (ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

নিশাত জাহান জ্যোতি
গবেষণা কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরিমার্জনকারী

স্বপন কুমার ভৌমিক, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মহম্মদপুর, মাগুরা
মোঃ শরীফ উল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনা:

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। অর্থাৎ শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য কিংবা কার্যকর শিখনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিও চলমান রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল কাজ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমের যেমন ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং ১৫ দিন ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকগণের ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণের ম্যানুয়ালের সমন্বয় করে এই মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২ (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) এবং পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এই প্রশিক্ষণ মডিউলে।

এই ম্যানুয়ালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশলের চর্চা করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি থেকে শুরু করে করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিশুর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশে করণীয়, শিখন অনুশীলন সহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়োগিক চর্চা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রথমে বিষয়বস্তুগত ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৌশলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে এই মডিউলটি নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য পরিমার্জিত ডিপিএড (বিটিপিটি) উন্নয়ন হয়েছে।

শিক্ষার্থী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলের একটি অংশ হিসেবে 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা' বিষয়ক ম্যানুয়ালটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন-শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিশুর বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মতামত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউলটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের পর তা শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে এর পরিমাপ বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন ও সংশোধন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিক্ষার্থী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডিউল পরিচিতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) যে কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন-শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১২ টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১.৩০ ঘণ্টা সময় বিভাজন করা হয়েছে। মডিউলের প্রথম দিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি ও কৌশল:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকাশ ও শিখনতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি বেজড প্রায়োগিক উদাহরণের অবতারণা করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে শিশুকেন্দ্রিক খেলা অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইক্রোটিচিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

১. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কাজে পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ব্যবহারে দক্ষ করা;
২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসহ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো সামগ্রীর ধারাবাহিক কার্যাবলির ধারণা প্রদান করা।
৩. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক কার্যাবলি অনুশীলনপূর্বক শিক্ষকগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

সূচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি	১
২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক কাজ ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	৭
৩	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা	১১

অধিবেশন: ০১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

শিখনফল

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি ও মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য ০১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

অংশ-ক: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২

পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাবৃত্তিক এবং সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে সারাদেশে ৩-৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় মানের ওপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো** প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক মেয়াদ ১ বৎসর হতে ২ বৎসরে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৯ জুন ২০২০ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সারাদেশ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার পাশাপাশি জরুরিভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে ২০২১ সালে নির্বাচিত ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে সারাদেশে ২০২১ সালে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ তৈরির জন্য ২০২০ সালের আগস্ট মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+) এর অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ অভিযোজন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক ৪+ শিক্ষাক্রম অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অর্ন্তবর্তীকালীন প্যাকেজটি পরিমার্জন করা হয়। এই পরিমার্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards)
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ৪-৫ বছর বয়সি শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের জন্য প্রণীত প্যাকেজ
- ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী
- ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy 2013)
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

অংশ-খঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি ও মানদণ্ড

মূলনীতি

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা পরিবার, বিদ্যালয়, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি, বিশ্বাসসমূহকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১) শিশুকেন্দ্রিকতা (Child Centeredness)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম নীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার সক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ- এই তিনটি পর্যায়েই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে, তা শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত হয়।

২) সক্রিয় শিক্ষার্থী (Children as Active Learner)

শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহজাতভাবেই জন্মের পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখে। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। এমতাবস্থায় চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। আর তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া যেহেতু বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় সেহেতু সকল পর্যায়ে তার সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র।

৩) পারিবারিক সম্পৃক্ততা (Family Involvement)

পারিবারিক পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মা-বাবার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের ওপর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা থাকে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা তার বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

৪) বিদ্যালয় একটি কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠান (School as an effective social institution)

বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা ।
- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সাথে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫) একীভূততা (Inclusiveness)

একীভূততা মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে এবং মেনে নিয়ে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিখন-শেখনো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় ও শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে একীভূততাকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৬) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (Culture and Heritage)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৭) সম্পর্ক (Relationship)

শিশুর বিকাশ ও শেখা বহুগুণে বেড়ে যায় যদি তার সঙ্গে অন্য শিশুর, শিক্ষকের কিংবা বড়দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। যখন পরিবারের সদস্য কিংবা সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বেড়ে যায়। পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৮) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (Immediate Environment)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা নীতি-নির্দেশনাকেও প্রভাবিত করে। আবার প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার প্রত্যাশাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিকট পরিবেশ ও চারপাশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য।

৯) পরিবেশ বান্ধবতা (Environment Friendliness)

প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অবস্থার বিচ্যুতি পুরো পৃথিবীকে মহা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তার প্রত্যক্ষ শিকার হবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিতরা। একটি পরিবেশ বান্ধব প্রজন্ম এই বিপর্যয় ঠেকাতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই ধারণা লালন করতে হবে জীবনের শুরু থেকেই। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধবতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সকল ধাপে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নূন্যতম মানদণ্ডসমূহ:

১. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ (২৫০ বর্গ ফুট) আছে ও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক আছে।

২. প্রাক প্রাথমিকের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক ১৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বছরে কমপক্ষে ৩ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ পান ও গাইড লাইন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত (বিদ্যালয়ে অনুশীলন বাড়াতে হবে)।

৩. নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা বিদ্যমান।

৪. "শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা" নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষটি বিন্যস্ত ও সজ্জিত।

৫. তালিকা অনুযায়ী খেলনা ও স্টেশনারি দ্রব্যাদিসহ সকল শিখন-শেখানো উপকরণ বিদ্যমান।

৬. বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রাক-প্রাথমিক বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে নীট ভর্তির হার ৮০% এর বেশি (৪-৫ বছর বয়সি)।

৮. শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ (১ জন সহকারী শিক্ষক এবং ১ জন সহায়ক)।

৯. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত ক্লাস রুটিন, বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

১০. বছরব্যাপী মূল্যায়ন ছক নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার ও হালনাগাদ করা হয় এবং কোনো পরীক্ষা নেয়া হয় না।

১১. গড় উপস্থিতির হার ৯০% অথবা ঊর্ধ্বে।

১২. বছরে কমপক্ষে ছয়টি অভিভাবক সভা নির্দেশনা অনুযায়ী আয়োজন (১০টি সভা)।

১৩. প্রধান শিক্ষক মাসে দু'বার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পরিদর্শন করেন।

১৪. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি তিন মাসে কমপক্ষে একবার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ইন্সট্রাক্টর দ্বারা সুপারভাইজ/তত্ত্বাবধান করা হয়।

১৫. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সমাপ্ত করে শতভাগ শিশুই প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়।

অধিবেশন: ০২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক কাজ ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখনফল

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পার্থক্য করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য ০২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক কাজ ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

অংশ-ক: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুর সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিশুর সহজ প্রবেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ভিত্তি হলো দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে **প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০** (Early Learning and Development Standards-ELDS) অনুযায়ী শিশুর সার্বিক বিকাশের ৪টি ক্ষেত্রকে বিবেচনায় রেখে এবং শিক্ষাক্রমের চাহিদা, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম, গবেষণাপত্র ও দলিল পর্যালোচনা করে শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৯টি শিখনক্ষেত্র (Learning Area) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখনফল, পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন কৌশল ও শিক্ষা উপকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৯টি শিখনক্ষেত্রের চিত্র নিচে দেওয়া হলো।

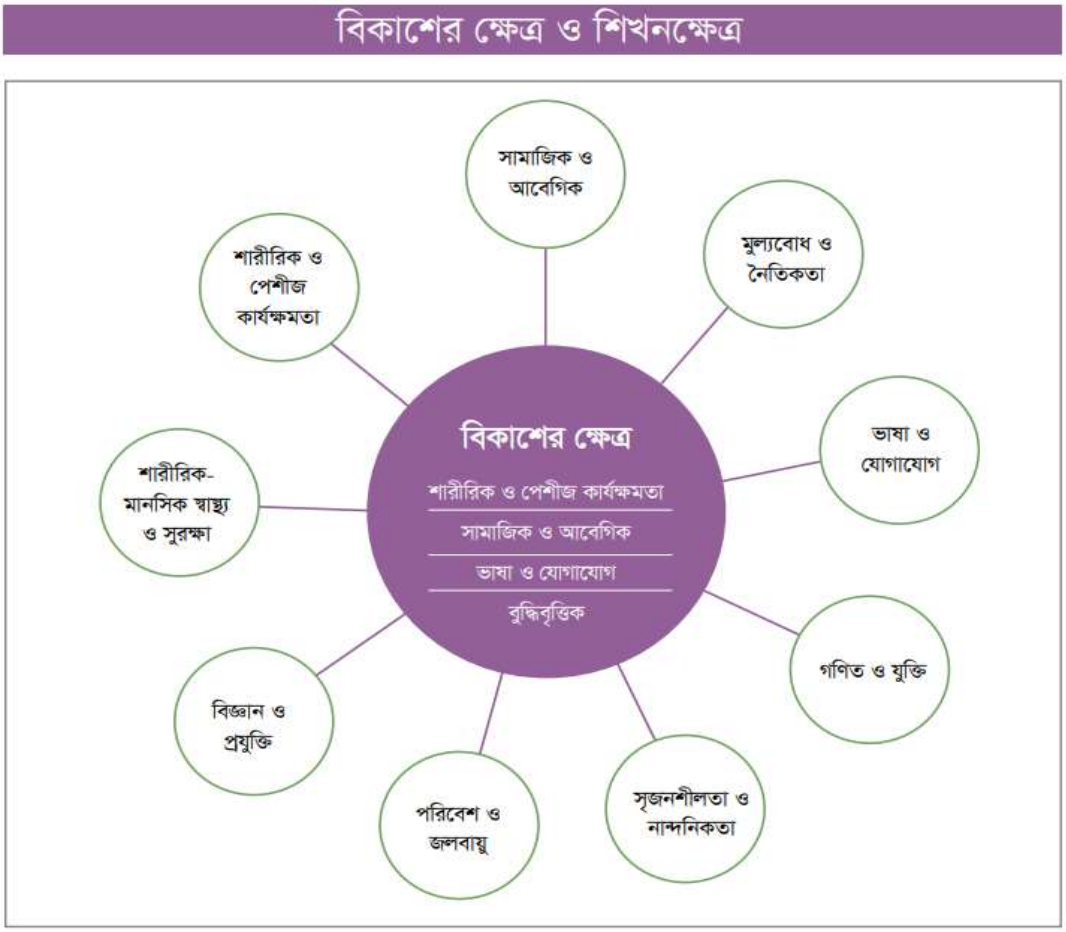

অংশ খ: শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তুলনা

শিখনক্ষেত্র	বয়স ৪^{+} অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বয়স ৫^{+} অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম (Moderately complex) এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা।	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ নিকট জনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।
৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা।	৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।
	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ	৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।	৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোট ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।

৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।
	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা নিকটজনকে জানাতে পারা।	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা জানাতে পারা।
	৯.৩ বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।	৯.৩ বিপদজ্জনক ও নিরাপদ বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

অধিবেশন: ০৩	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শিখনফল

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য ০৩: প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

অংশ-ক: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা, ব্যবহার ও ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা

শিখন-শেখানো সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণের নাম	ব্যবহারকারী	মন্তব্য
শিক্ষক সহায়িকা	শিক্ষকের জন্য	শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক সহায়িকা অনসুরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা আছে।
গল্পের বই (১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট)	শিশুদের জন্য	প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের গল্পের বইয়ের সেটে শিশুদের উপযোগী ১০টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের বই রয়েছে। এই গল্পের বইগুলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন।
এসো আঁকিবুকি করি	শিশুদের জন্য	'এসো আঁকিবুকি করি' বইটি শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ফ্লিপচার্ট	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হয়েছে যেখান থেকে পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন।
খেলার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণ	শিশুদের জন্য	প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪টি করে কর্ণার থাকবে। কর্ণার ৪টি হলো- কল্পনার কর্ণার, ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্ণার, বই ও আঁকার কর্ণার এবং বালি ও পানির কর্ণার। এই ৪টি কর্ণারে যেসব খেলার সামগ্রী ও উপকরণ থাকবে তার তালিকা ৫২ থেকে ৫৩ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা রয়েছে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ ইচ্ছেমতো খেলার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ভূমিকাভিনয়, অভিনয়, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি।
ফ্লাস কার্ড	শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ডের যে সেট সরবরাহ করা হয়েছে, সেখান থেকে নির্ধারিত ফ্লাস কার্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ডব্যবহার করবেন।
অন্যান্য উপকরণ	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	কাগজ কাটার কাঁচি, পেন্সিল, রং পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, চক, সাদা কাগজ ইত্যাদি। স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এগুলো ক্রয় করতে হবে।
হাজিরা খাতা ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	শিক্ষকের জন্য	স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে একটি রেজিস্টার খাতা ক্রয় করে শিক্ষককে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ একটি হাজিরা খাতা তৈরি করে নিতে হবে। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড করার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী মূল্যায়ন ছকটি" সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সংযুক্ত করতে হবে।

অংশ-খ: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা, ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ বিন্যাসের কৌশল

খ.১-শ্রেণিকক্ষ সজ্জা (প্রাক-প্রাথমিক)

শ্রেণিকক্ষে শিখন উপকরণসমূহ বিভিন্ন কর্ণারে সঠিকভাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন। কর্ণারের উপকরণসমূহ যথাযথ স্থানে রাখার পরও এমন অনেক জায়গা থাকে যা শিশুবান্ধব করে সাজালে শিশুরা আনন্দ পায় এবং শ্রেণিকক্ষকে তাদের প্রিয় জায়গা মনে করে। শিশুদের তৈরি ডিজাইন ও শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শিশুতোষ ছবি, পোস্টার পেইন্টিং, চার্ট ইত্যাদি দিয়েও কক্ষ সাজানো যেতে পারে। সর্বোপরি বিভিন্ন রঙিন কাগজ কেটে দেয়াল ও ছাদ সাজালে এবং নিয়মিত সাজ পরিবর্তন করলে শ্রেণিকক্ষের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বাড়ে। সাজসজ্জার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কক্ষটি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন নকশা, রঙিন কাগজ, ছবি ইত্যাদি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।
- কক্ষের দরজা জানালাসমূহও রং কিংবা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো যেতে পারে।
- কক্ষের বাইরের দেয়ালকেও সাজানো যেতে পারে। বাইরের যে খোলা জায়গায় বিভিন্ন সময় বাইরের খেলা ও কাজ করানো হবে সে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাখতে হবে। প্রয়োজনে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে।
- সজ্জার ক্ষেত্রে শিশুদের হাতের কাজ এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সুসম্পর্ক: একটি আকর্ষণীয় শিখন পরিবেশ শিশুদের বিভিন্নভাবে শেখার প্রবণতাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করে। তাই শিশু-শিশু, শিশু-শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-বাবা/মা, শিশু-বাবা/মা ইত্যাদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশের পাশাপাশি মানবিক পরিবেশকে আকর্ষণীয় এবং ইতিবাচক করতে শিশু, বাবা-মা, শিক্ষকসহ অন্যান্য সকলের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি পরোক্ষভাবে শিশুকে ক্লাসে মনোযোগী, উৎসাহী, আগ্রহী এবং সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে এবং ক্লাসে তারা খুশি থাকে, আনন্দে থাকে।

নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতা: ছোট শিশুদের শ্রেণিকক্ষ হতে হবে নিরাপদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা প্রতিদিনই খেলাধুলা বা অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নোংরা করে ফেলতে পারে তবে তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য যে কোন ক্ষতিকর জিনিস যেমন- চোখা কাঠি, বেড, ভাঙ্গা খেলনা, ভাঙ্গা গ্লাস, কাচের টুকরা ইত্যাদি দেখামাত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে। শিক্ষকই প্রতিদিনের নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিশুদেরকেও তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সচেতন করুন। যেমন-

- আসবাবপত্র, রেলিং, দরজা ও জানালা ইত্যাদির ধারালো কিনারা মসৃণ করে নিতে হবে যাতে শরীরের কোন অংশ লেগে কেটে না যায়। বিভিন্ন উঁচু স্থানে রেলিং থাকতে হবে এবং রেলিং ছাড়া অংশের উচ্চতা এমন হতে হবে যাতে শিশুরা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পায়।
- দেয়ালের উপকরণ এমন হতে হবে যা থেকে পলেস্তারা বা গুঁড়ো উঠে না আসে। বিদ্যালয়ের সকল ভবনের মেঝে শক্ত, সমান ও মসৃণ হতে হবে। উঁচু-নিচু, গর্ত ও ফাটল থাকা যাবেনা।
- বিদ্যালয়ের পাশে উন্মুক্ত নালা, খাল, পুকুর, রাস্তা কিংবা বিপদজনক কোন জায়গা থেকে চলাচল আলাদা করতে যথেষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন বেড়া ব্যবহার করা উচিত।
- বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি, ইটের টুকরো, ইট কিংবা বড় পাথর লেগে শিশু যেন আহত না হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সব স্থানে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত যাতে শিশুর চলাচল বাধাগ্রস্থ না হয়।
- আগুন বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারে এমন জায়গা আলাদা করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সম্পর্কে নির্দেশিকায় যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তা হল-

- শ্রেণিকক্ষের এক কোণায় নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ময়লা ফেলার জন্য একটা বিন/পাত্র থাকতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের স্যান্ডেল/জুতা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের সাবানসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একীভূততা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সব ধরনের শিশুর কথা বিবেচনায় রেখে একীভূততা নিশ্চিত করতে হবে। সজ্জার উপকরণ, ছবি, পেইন্টিংসহ অবকাঠামোগত বিষয়েও একীভূততা নিশ্চিত করতে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

খ.২-শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি অন্যতম বিষয় হলো শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, শিখন-শেখানো কৌশল, শিখন উপকরণ ইত্যাদি যতই ভালো হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না যদি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা না যায়। সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিশুদের অসদাচরণ নিয়ন্ত্রণ ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কিছু নীতি প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে শিশুদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়। নিচে এরকম কিছু কৌশল দেওয়া হলো-

খেলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিশুর শিখন অনেকাংশে তাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে শিশু আচরণ দু'ধরনের হয়- সহযোগিতামূলক ও অসহযোগিতামূলক আচরণ। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম বিষয় হলো শিশুর অসহযোগিতামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক আচরণ করানো।

৪ থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দলে তাদের সহযোগিতাপূর্ণ ও গঠনমূলক অংশগ্রহণ, যা খেলার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় সহজেই। এই বয়সি শিশুরা খেলায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের আবেগ, আচরণ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়। আবার এক খেলা থেকে অন্য খেলায় বা কাজে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের মনোযোগ, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য শিক্ষক নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারেন। যেমন-

১. শিশুদের বলুন, "আমি যখন আস্তে আস্তে তালি দিতে থাকব তখন তোমরা আস্তে আস্তে লাফাতে থাকবে এবং যখন জোরে জোরে তালি দিতে থাকব তখন তোমরা জোরে জোরে লাফাতে থাকবে"। এই খেলাটি ২-৩ মিনিট শিশুদের নিয়ে খেলুন।

২. প্রথমে শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। এবার বলুন, "আমি যখন 'Start' বলব তখন তোমরা সবাই নিজেদের মতো করে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে হাঁটবে এবং যখন আমি 'Stop' বলব তখন যে যে জায়গায় থাকবে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে"। এভাবে ২-৩ বার খেলাটি খেলুন।

৩. শিশুদের বুঝিয়ে বলুন, **বরফ** শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে, নড়াচড়া করবে না, কথা বলবে না। এরপর শিশুদের বলুন, 'লাফাও, লাফাও, লাফাও, লাফাও, এখন বরফ হও।' শিশুরা যখন বরফ নামক বিশেষ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে, তখন শিশুদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের চিন্তাশীল ও মনোযোগী করার ক্ষেত্রে এই খেলাটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

৪. শিশুদের বলুন, "আমি একটি সংখ্যা বলার পরে তোমরা সবাই মিলে পরের সংখ্যাটি বলবে"। যেমন- আমি 'এক' বললে তোমরা সবাই মিলে বলবে 'দুই', আমি 'তিন' বললে তোমরা সবাই মিলে বলবে 'চার'। এভাবে '৫ বা ১০' পর্যন্ত সংখ্যা বলে খেলাটি খেলুন।

৫. শিশুদের বলুন, আমি যা বলব তোমরা সেটা অভিনয় করে দেখাবে। যেমন- ব্রাশ করো বললে তোমরা সবাই ব্রাশ করার অভিনয় করবে, গোসল করো বললে তোমরা সবাই গোসল করার অভিনয় করবে, হাত ধোয়ার কথা বললে সবাই হাত ধোয়ার অভিনয় করবে। এইভাবে খেলাটি ২-৩ মিনিট খেলাটি খেলুন।

৬. সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে বলুন এবং চোখ বন্ধ করতে বলুন। এখন, সবাইকে নাক দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে বলুন এবং মুখ দিয়ে ছাড়তে বলুন। এভাবে ২-৩ বার করে খেলাটি শেষ করুন।

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ হলো শ্রেণিকক্ষের এমন একটি অবস্থা যেখানে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ধরনের শ্রেণি পরিবেশে শিশুরা সহযোগিতামূলক আচরণ ও ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিখতে পারে। শিশুরা বিভিন্ন কাজে মনোযোগী হয় এবং সক্রিয় থাকে। কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা যায়। যেমন-

- সম্পর্ক উন্নয়ন করা
- আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা
- যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা

বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
২. শিক্ষক সহায়িকা (৪+)
৩. শিক্ষক সহায়িকা (৫+)
৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা এবং ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, পেশাগত শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড-তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ, ডিসেম্বর ২০১৯
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সী শিশুর জন্য) শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা।
৬. https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-atlas-bgd-2020-country-profile , National Mental Health Policy, Bangladesh
৭. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি, বাংলাদেশ-২০২২
৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিমার্জিত ও সংশোধিত: মার্চ ২০১৪